দৈনিক নয়া দিগন্ত

17 APR 2017

ব্যাংকিং খাতের ১৬ হাজার কোটি টাকা হাওয়া

আশরাফুল ইসলাম

অনিয়ম ও ঋণ কেলেঙ্কারিতে জর্জরিত দেশের ব্যাংকিং খাত। নামে বেনামে ঋণ যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে ঋণ নিয়ে ফেরত না দেয়ার প্রবণতা। এ কারণে ব্যাংকিং খাতে বেড়ে গেছে আদায় অযোগ্য খেলাপি ঋণ। বলা চলে ব্যাংকিং খাতের মোট খেলাপি ঋণের প্রায় ৮০ শতাংশই হচ্ছে কুঋণ, এর পরিমাণ প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকা। তবে মোটা দাগে গত কয়েক বছরে ঋণ অনিয়মের সবচেয়ে আলোচিত ৯ ঘটনায় প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা হওয়া গেছে। এ ঋণের বেশির ভাগই আদায় করা যাবে না, যা ব্যাংকগুলোর জন্য এখন বোঝা। এর বাইরে আলোচিত ঘটনার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি। এতে চুরি হয়ে যায় ৮০০ কোটি টাকা। এই টাকার কিছু অংশ পাওয়া গেলেও বেশির ভাগই এখনো পাওয়া যায়নি। আদৌ পাওয়া যাবে কি না তা নিয়েও রয়েছে শঙ্কা।

আলোচিত ৯ ঘটনা

হলমার্ক গ্রুপ: ব্যাংকিং খাতে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা সোনালী ব্যাংক থেকে অখ্যাত কোম্পানি হলমার্কের ঋণ অনিয়মের ঘটনা। সোনালী ব্যাংকের হোটেল শেরাটন শাখা থেকে এ কোম্পানি হাতিয়ে নেয় প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা। ভুয়া অভ্যন্তরীণ বিল ক্রয়ের (আইবিপি) মাধ্যমে হলমার্কগ্রুপসহ ছয়টি প্রতিষ্ঠান হাতিয়ে নেয় প্রায় চার হাজার কোটি টাকা। সোনালী ব্যাংকের স্বীকৃত বিল কিনে বিপাকে পড়ে আরো ৪১ ব্যাংক। এ ঘটনায় দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলায় হলমার্ক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর মাহমুদ বর্তমানে আটক রয়েছেন। তবে চেয়ারম্যান জেসমিন ইসলাম সোনালী ব্যাংকের অর্থ ফেরতের শর্তে জামিনে মুক্ত হয়েছেন। যদিও *২য় পৃ: ৫-এর কলামে*

ব্যাংকিং খাতের ১৬ হাজার

১ম পৃষ্ঠার পর

তিনি মুক্তি পেয়ে কোনো অর্থই সোনালী ব্যাংককে ফেরত দেননি। এতে করে সোনালী ব্যাংক পুরো অর্থ খেলাপি হিসেবে দেখিয়েছে এবং অন্য ব্যাংকের স্বীকৃত বিলের দায় পরিশোধে বাধ্য হয়েছে। এত বড় আর্থিক জালিয়াতির নেপথ্যে সরকারের উচ্চপর্যায়ের কিছু ব্যক্তির নাম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদন্তে এলেও সে ব্যাপারে দুদক নিশ্চুপ রয়েছে। ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে তৎকালীন পরিচালনা পর্ষদের কয়েকজন চিহ্নিত সদস্য।

বেসিক ব্যাংক : হলমার্কের রেশ কাটতে-না-কাটতেই ব্যাংকিং খাতে ভয়াবহ ঘটনা হিসেবে আবির্ভূত হয় বেসিক ব্যাংকের ঘটনা। একসময় বেসিক ব্যাংককে সরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে ভালো ব্যাংক হিসেবে উদাহরণ দেয়া হতো। সেই বেসিক ব্যাংক ২০০৯ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে মাত্র তিন বছরে ফোকলা করে ফেলা হয়। এই সময়ে বেসিক ব্যাংক থেকে বের হয়ে যায় সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী থেকে শুরু করে সব মহলে বেসিক ব্যাংকের এ ঘটনার জন্য দায়ী হিসেবে তৎকালীন চেয়ারম্যান আব্দুল হাই বাচ্চুর নাম উঠে এলেও এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়েছেন তিনি। এ ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর বেসিক ব্যাংকের তৎকালীন এমডি কাজী ফখরুল ইসলামকে অপসারণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। আর চেয়ারম্যান আব্দুল হাই বাচ্চু চাপে পড়ে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলেও তার বিরুদ্ধে নেয়া হয়নি কোনো আইনি পদক্ষেপ। ফলে অনেকটা নির্বিঘ্নে বিদেশে পাড়ি জমান তিনি। অথচ ঋণপ্রক্রিয়ায় যেসব কর্মকর্তা সহায়তা করেছিলেন, সেসব উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অনেকে বর্তমানে জেল খাটছেন। আর পুরো সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ অনিয়মের ঘানি টানতে হচ্ছে বেসিক ব্যাংককে। ইতোমধ্যে ব্যাংকটিকে রক্ষার জন্য কয়েক দফা রাষ্ট্রের অর্থ দিয়েছে সরকার।

বিসমিল্লাহ গ্রুপ : হলমার্ক ও বেসিকের পর ব্যাংকিং খাতে অপর আলোচিত ঘটনা হলো বিসমিল্লাহ গ্রুপের ১ হাজার ২০০ কোটি টাকার ঋণ অনিয়ম। টেরি টাওয়েলস রফতানির ভুয়া তথ্যে ব্যাংক খাত থেকে ওই টাকা হাতিয়ে নেয় বিসমিল্লাহ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক খাজা সোলায়মান আনোয়ার চৌধুরী। জনতা, প্রাইম, প্রিমিয়ার, শাহজালাল, সাউথইস্ট ব্যাংক থেকে ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ নেন তিনি। বিষয়টি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিদর্শনে উদঘাটিত হওয়ার পর থেকে খাজা সোলায়মান আনোয়ার চৌধুরী, তার স্ত্রী ও গ্রুপের চেয়ারম্যান নওরীন হাসিবসহ অন্যান্য পরিচালক দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। ঘটনার মূল হোতাদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব না হলেও ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট অনেক কর্মকর্তা জেলহাজতে আছেন।

আনন্দ শিপইয়ার্ড : জাহাজ রফতানির চুক্তিপত্র দেখিয়ে দেশের ১৪টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ১৬শ' কোটি টাকার ঋণ নেয় আনন্দ শিপইয়ার্ড। শুরুতে দু'টি জাহাজ রফতানি করতে পারলেও বাকি আটটি জাহাজের রফতানি আদেশ বাতিল হয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে তদন্তে নামে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে ক্রয়াদেশ দেয়া হয়েছিল, তাতেও আনন্দ শিপইয়ার্ডের মালিকানা। ভুয়া রফতানিকারক সেজে ক্রয়াদেশ দিয়েছিল আনন্দ শিপইয়ার্ড নিজেই। বিপুল অঙ্কের এই অর্থ অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার প্রমাণও মেলে। তবে দুদকের অনুসন্ধানে ঋণ অনিয়ম প্রমাণিত হয়নি। পরবর্তীকালে জনতা ব্যাংকসহ কয়েকটি ব্যাংক বকেয়া ঋণ পুনঃতফসিল করে। আর ইসলামী ব্যাংককে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা ঋণের সমপরিমাণ প্রভিশন রাখতে হয়েছে।

রানকা সোহেল : জনতা ব্যাংকের রমনা করপোরেট শাখা থেকে সুতা রফতানির ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে রানকা সোহেল লিমিটেডের ১১০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার ঘটনা বেরিয়ে আসে। ২০১৩ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক পরিদর্শনে অনিয়ম উদঘাটন হয়। সব ঋণ খেলাপি করার নির্দেশ দেয়া হয়। তবে আইনি ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসে রানকা সোহেল। বর্তমানে রানকা সোহেল কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস, রানকা ডেনিম টেক্সটাইল মিলস্সহ সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ৩৫২ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ রয়েছে। তার পরও এই গ্রাহক জনতা ব্যাংক থেকে আরো ঋণসুবিধা নেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন বলে সূত্রে জানা গেছে।

এইচ আর গ্রুপ : চট্টগ্রাম অঞ্চলের ২০টি ব্যাংকের শাখা থেকে এইচ আর গ্রুপ অভিনব কৌশলে ৯৩৫ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ করে। ব্যাংকগুলোও নিয়মকানুন ভঙ্গ করে গ্রুপকে বেআইনি ঋণ দিয়েছে। গ্রুপটিও ভুয়া বেনামি প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ নিয়েছে। গ্রুপের যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব আছে সেগুলোও বর্তমানে বন্ধ। যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য আমদানির ঘোষণা দেয়া হয় বাস্তবে বেশির ভাগের অস্তিত্ব নেই। এভাবে বন্ধ প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ, ভুয়া প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য আমদানির নামে বিপুল অর্থ নেয়া হয়েছে। এসব কাজে সহায়তা করেছে ব্যাংকগুলোর কিছু কর্মকর্তা। ব্যাংকের শাখাপর্যায় থেকে প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তারাও এই জালিয়াতির সাথে জড়িত। গ্রুপের খেলাপি প্রতিষ্ঠানকে বেআইনিভাবে নতুন ঋণ দেয়ার নজিরও রয়েছে। ব্যাংকের দুর্নাম ঘোচাতে খেলাপি হওয়ার এক বছরের মধ্যে নজিরবিহীনভাবে ঋণ অবলোপন করা হয়। ২০১৪ সালে পরিচালিত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনে এসব তথ্য উঠে আসে।

৮ ব্যাংক থেকে ৭৫০ কোটি টাকা মেরে লাপাত্তা : আর্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের নামে সরকারি ও বেসরকারি আটটি ব্যাংক থেকে প্রায় ৭৫০ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে বিদেশে পালিয়ে গেছেন দুই ভাই। মিজানুর রহমান শাহিন ও মজিবুর রহমান মিলন নামে এ দুই ব্যবসায়ী চট্টগ্রাম মহানগর হালিশহরের বাসিন্দা। জানা গেছে, তারা গোপনে দেশ ছেড়েছেন। একজন আছেন কানাডায়। অন্যজন সিঙ্গাপুরে। তাদের নেয়া সব ঋণই এখন খেলাপি তালিকায়।

দুদকের কাছে পাঠানো বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবিতে চিহ্নিত দুই ভাইয়ের আটটি প্রতিষ্ঠান হলো– মিশম্যাপ শিপ ব্রেকিং, ফয়জুল শিপ ব্রেকিং, বিআর স্টিল মিলস, মুহিব স্টিল অ্যান্ড শিপ রি-সাইক্লিং, এমআরএম এন্টারপ্রাইজ, এমআর শিপিং লাইনস, আহমেদ মোস্তফা স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ ও সানমার হোটেলস লিমিটেড। এসব সিলভিয়া গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান। তাদের সবচেয়ে বেশি ২৯৮ কোটি ৬৫ লাখ টাকা ঋণ দিয়েছে মার্কেন্টাইল ব্যাংক। এ ছাড়া ঋণ দিয়েছে ব্যাংক এশিয়া ১৫১ কোটি ৩৭ লাখ, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ৮৫ কোটি ৫৭ লাখ, ইস্টার্ন ব্যাংক ৪৮ কোটি, প্রিমিয়ার ব্যাংক ৭০ কোটি ৫২ লাখ, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ৭ কোটি ২০ লাখ এবং যমুনা ব্যাংক ৫ কোটি ১১ লাখ টাকা। এসব ঋণের বেশির ভাগই খেলাপি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি : সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের ঋণ অনিয়মে ব্যাংকিং খাতে যখন টালমাটাল পরিস্থিতি তখন হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরি হয়। এতে খোদ ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ফিলিপাইনের বাণিজ্যিক ব্যাংক রিজাল ব্যাংকের মাধ্যমে জুয়াড়িরা এ অর্থ নগদায়ন করে। এ পর্যন্ত দেড় কোটি ডলার উদ্ধার হয়েছে, বাকি অর্থ ফেরত আনার চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তবে অর্থ ফেরতে নানান শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

দৈনিক আমাদের সময়

17 APR 2017

সরকারি ব্যাংকের খেলাপি ঋণ আদায় যৎসামান্য

হারুন-অর-রশিদ ●

ঋণ বিতরণ করলেই তা আদায় হচ্ছে না। বিশেষ করে রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রভাবশালীরা সরকারি ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে আর ফেরত দিচ্ছেন না। ফলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোয় পাহাড়সম খেলাপি ঋণ রয়েছে। খেলাপি ঋণ থেকে আদায়ের হারও যৎসামান্য। ক্রমাগত সম্পদ হারিয়ে মূলধন ঘাটতিতে পড়ছে ব্যাংকগুলো। খেলাপি ঋণ আদায়ের হার অতিনগণ্য হওয়ায় উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আদায় কার্যক্রম বাড়ানোর তাগিদ দিতে আজ ব্যাংকগুলোর সঙ্গে বৈঠকে বসছে।

উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বৈঠক বসছে আজ

সূত্র জানায়, আজ বেলা ১১টায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এসকে সুর চৌধুরীর সভাপতিত্বে বৈঠকে সরকারি ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ আদায় বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন। বৈঠকে ব্যাংকগুলোর গত বছরের মার্চ, জুন ও সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের আদায় পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে।

সরকারি ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, খেলাপি ঋণ থেকে আদায় কম হওয়ার কারণগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংককে জানানো হবে। বিশেষ করে জটিল ও দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার কারণে আদায় কার্যক্রম জোরদার হচ্ছে না। এ ছাড়া আদায় বাড়াতে নিজেদের পরিকল্পনাগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অবহিত করা হবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত বছরের শুরুতে সরকারি ৬ বাণিজ্যিক ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ছিল ২৩ হাজার ৭৪৪ কোটি টাকা। গত বছরের ৯ মাসে তা বেড়ে হয়েছে ২৯ হাজার ৯৫৬ কোটি টাকা। খেলাপি ঋণ আদায়ে আইনি পদক্ষেপসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা থাকলেও এর থেকে আদায় হচ্ছে অতিসামান্য। অনিয়ম ও জালিয়াতিতে যাকে-তাকে ঋণ দিয়ে তা আর আদায় করতে পারছে না ব্যাংকগুলো। কিছু কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবেও ঋণ ফেরত দিচ্ছেন না। এ ছাড়া আইন প্রক্রিয়া অনেক জটিল ও সময়সাপেক্ষ হওয়ায় এর মাধ্যমে আদায় বাড়াতে পারছে না ব্যাংকগুলো। সবক্ষেত্রে সরকারি ব্যাংকগুলোর আদায় পরিস্থিতি উদ্বেগজনক।

খেলাপি ঋণ থেকে আদায় সবচেয়ে পিছিয়ে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো। সেপ্টেম্বরে খেলাপি ঋণ থেকে মাত্র ১ দশমিক ৪৭ শতাংশ আদায় করতে পেরেছে। অর্থাৎ তাদের ১০০ টাকার বিপরীতে ৯৯ টাকাই অনাদায়ী থেকে গেছে। জুনে আদায়ের পরিমাণ ছিল শতকরা প্রায় ৩ টাকা।

সোনালী ব্যাংকের ২০১৬ সালের সাময়িক বার্ষিক হিসাবে দেখা যায়, গত তিন বছরের মধ্যে আদায় সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। ২০১৬ সালে খেলাপি ঋণ থেকে ব্যাংকটি এক হাজার ২৮৮ কোটি টাকা আদায় করেছে। তার আগের বছরে আদায় ছিল দুই হাজার ৭২৬ কোটি টাকা। এবং গত ২০১৪ সালে আদায় ছিল আরও বেশি সাড়ে চার হাজার কোটি এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

সরকারি ব্যাংকের খেলাপি

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) টাকা। রূপালী ব্যাংকের আদায় বেড়েছে। গত বছর ব্যাংকটি খেলাপি ঋণ থেকে ২৯৫ কোটি টাকা আদায় করেছে। দুই বছরে আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১২ ও ১০৪ কোটি টাকা। নিজেদের আদায় পরিস্থিতি নিয়ে সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ বলেন, আদায় বাড়াতে অনেক বেশি সচেষ্ট রয়েছে। এবার শীর্ষ খেলাপিদের কাছ থেকে নগদে প্রায় দেড়শ কোটি টাকা আদায় করেছি। তবে স্বভাবগত কারণে অনেক ঋণ ফেরত দিচ্ছে না। তাদের বিরুদ্ধে আইনিব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। খেলাপি ঋণ থেকে বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর আদায়ের পরিমাণ শতকরা ২ টাকা ৬৩ পয়সা। জুনে তাদের আদায় অনেক বেশি ছিল শতকরা ১৩ টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, অনিয়মের মাধ্যমে যাকে-তাকে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। ফলে ওই সব ঋণ আর আদায় হচ্ছে না। বিশেষ করে সরকারি ব্যাংকগুলোর অবস্থা আরও খারাপ। ব্যাংকারদের দক্ষতা ও যোগ্যতার অভাব এবং দুর্নীতির কারণে আদায় বাড়ছে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র শুভঙ্কর সাহা বলেন, আদায় কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা ও তদারকি করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আজ এ বিষয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যারা ঋণ গ্রহণ করেন, তাদের ঋণ ফেরত দিতে হবে। আর যারা ঋণ বিতরণ করছেন, তাদের আদায়ে মনোযোগী হতে হবে। যোগ্য জায়গায় ঋণ দিলে সরকারি ব্যাংকগুলোর আদায় পরিস্থিত এত নাজুক হতো না।

The New Age

17 APR 2017

BB meets 20 banks on loan recovery today

AKM Zamir Uddin

BANGLADESH Bank has summoned 20 banks to a meeting today to discuss their lower loan recovery performance against their defaulted and written-off loans.

A BB official told New Age on Sunday that the central bank had earlier issued a number of letters to the banks to speed up their loan recovery programme, but they had not taken proper measures to reduce their defaulted and written-off loans.

Under the circumstances, the central bank will arrange a meeting today with managing directors of 20 banks at the central bank headquarters in the capital. BB deputy governor SK Sur Chowdhury will preside over the meeting.

The 20 banks are Janata Bank, Rupali Bank, Bangladesh Krishi Bank, Rajshahi Krishi Unnayan Bank, AB Bank, Dutch Bangla Bank, National Credit and Commerce Bank, Jamuna Bank, Premier Bank, EXIM Bank, The Farmers Bank, The City Bank, Al Arafah Islami Bank, Uttara Bank, Bank Asia, State Bank of India, Woori Bank, Bangladesh Commerce Bank, ICB Islamic Bank and Commercial Bank of Ceylon.

The central bank has selected the 20 banks considering their poor loan recovery performance between September 2015 and June 2016.

The banks are yet to submit their loan recovery information of the last quarter (October-December) of 2016.

The BB data showed that Janata Bank had recovered only Tk 50.33 crore against its defaulted and written-off loans between July and September of 2016, Rupali Bank Tk 19.74 crore, BKB Tk 111.23 crore, RAKUB Tk 43.05 crore, AB Bank Tk 4.80 crore, DBBL Tk 3.42 crore, NCCBL Tk 11.01 crore, Jamuna Bank Tk 9.08 crore, Premier Bank Tk 8.88 crore,

Continued on B2 Col. 1

BB meets 20 banks

Continued from B1

EXIM Bank Tk 29.75 crore, Farmers Bank Tk 6.84 crore, City Bank Tk 66.13 crore, Al Arafah Bank Tk 57.56 crore, Uttara Bank Tk 34.42 crore, Bank Asia Tk 56.97 crore, SBI Tk 0.05 crore, Woori Bank Tk 0.03 crore, ICB Islamic Bank Tk 3.58 crore, CBC Tk 2.36 crore and BCBL Tk 1.05 crore.

The BB official said that the country's banking sector had recently faced a number of loan scams which raised the amount of defaulted loans in the banking industry.

The central bank will set a roadmap for the banks to recover their defaulted and written-off loans, the BB official said.

The defaulted loans have increased to Tk 62,172 crore as of December 31, 2016 from Tk 51,371.22 crore as of December 2015 in the country's banking sector, the BB data showed.

The defaulted loans and the written-off loans comprised together Tk 1,04,846 crore as of last December.

The banks wrote off loans amounting to Tk 42,674.04 crore as of September 30, 2016.

Banks are allowed to write off loans when those turn into defaulted loans–falling into bad loans or loss category.

Banks have to file law suits with the Artha Rin Adalat against the defaulters and have to keep 100 per cent provision, before writing off the loans.

According to the BB official, banks erase such loans to show a lower portfolio of unpaid loans on their respective financial balance sheets, but the practice is harmful for the banks' health, experts say.

দৈনিক সকালের খবর

17 APR 2017

নয় মাসে ঋণ কমল ২৫ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা

সরকারের ব্যাংক ঋণ পরিশোধে রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাজেট ঘাটতি পূরণে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকার ঋণ নিয়ে থাকে। চলতি অর্থবছরের জন্য সরকার ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে ৩৮ হাজার ৯৩৮ কোটি টাকা ধার নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। কিন্তু অর্থবছরের ৯ মাস অতিবাহিত হলেও ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকার কোনো ঋণ গ্রহণ করেনি, বরং পূর্বের নেওয়া ঋণের রেকর্ড পরিমাণ পরিশোধ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময় পর্যন্ত ব্যাংক ব্যবস্থায় সরকারের ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৮২ হাজার ৮৬২ কোটি ৯৫ লাখ টাকা, যা গত অর্থবছর শেষে ছিল ১ লাখ ৮ হাজার ৬৪৮ কোটি ৫০ লাখ টাকা। সে হিসেবে চলতি অর্থবছরের ৯ মাসে সরকারের ব্যাংক ঋণ কমেছে ২৫ হাজার ৭৮৫ কোটি ৫৫ লাখ টাকা।

ব্যাংক সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, চলতি অর্থবছরের আট মাসে সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে সরকার ৩৩ হাজার ২৮৩ কোটি টাকা পেয়েছে। অর্থাৎ অর্থবছরের ৮ মাসেই মোট লক্ষ্যমাত্রার ১৭০ শতাংশ বিক্রি হয়েছে। সঞ্চয়পত্র বিক্রির উল্লম্ফনে বাজেট ঘাটতি পূরণে সরকারকে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নিতে হচ্ছে না। এতে সরকার ব্যাংকের বিপুল পরিমাণের বকেয়া ঋণ পরিশোধের সুযোগ পেয়েছে, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন। তবে সঞ্চয়পত্রে সরকারকে তিনগুণ বেশি সুদহার পরিশোধ করতে হচ্ছে, যা সুদ পরিশোধে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির উচ্চ ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। ব্যাংকের আমানতের তুলনায় সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে দ্বিগুণ সুদ পাওয়া যায়। এতে সাধারণ সঞ্চয়ী মানুষরা এখন আর ব্যাংকমুখী হচ্ছেন না। তারা বেশি মুনাফার আশায় সঞ্চয়পত্র স্কিমে টাকা রাখছেন। যাতে করে সঞ্চয়পত্র বিক্রির পালে হাওয়া লেগেছে। সংশ্লিষ্টদের মতে, ব্যাংকের সঙ্গে সুদহারে অনেক বেশি পার্থক্য থাকায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি পরিমাণে সঞ্চয়পত্র বিক্রি হচ্ছে। বর্তমানে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করে গড়ে ১১ শতাংশের বেশি সুদ পাওয়া গেলেও ব্যাংকে টাকা খাটিয়ে পাওয়া যাচ্ছে ৬ শতাংশের কম। এতে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা সঞ্চয়পত্রে বেশি টাকা খাটাচ্ছেন।

সরকারের ঋণের চাহিদা জোগান দুইভাবে দেওয়া হয়। এক. বাংলাদেশ ব্যাংক এবং দুই. তফসিলি খাতের ব্যাংকগুলো। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মার্চ '১৭ পর্যন্ত সরকারের কাছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণের পাওনা দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪ হাজার ২০৯ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছর শেষে ছিল ২১ হাজার ৮৭৪ কোটি টাকা। সে হিসেবে অর্থবছরের ৯ মাসে সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা শোধ করেছে ১৭ হাজার ৬৬৫ কোটি টাকা। এ সময় পর্যন্ত সরকারকে দেওয়া তফসিলি ব্যাংকগুলোর ঋণ স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৭৮ হাজার ৬৫৩ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছর শেষে ছিল ৮৬ হাজার ৭৭৪ কোটি টাকা। সে হিসেবে তফসিলি ব্যাংকগুলোর বকেয়া কমেছে ৮ হাজার ১২১ কোটি টাকা।

সূত্র জানায়, দেশের ব্যাংকগুলোর কাছে বর্তমানে পর্যাপ্ত তারল্য উদ্বৃত্ত রয়েছে। আর বিনিয়োগ মন্দা পরিস্থিতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এ অর্থ সরকারের ট্রেজারিতে বিনিয়োগ করতে চাইছে। আগে ব্যাংকগুলো সরকারকে ঋণ দিতে অনীহা দেখালেও বর্তমানে রীতিমতো প্রতিযোগিতা লেগে গেছে। তবে জাতীয় সঞ্চয়পত্র বিক্রির পরিমাণ কয়েক গুণ বাড়ায় সরকারের ব্যাংক ঋণে আগ্রহ কমেছে।

The Asian Age
17 APR 2017

Tk 50cr to turn PKB in a scheduled bank

AA Correspondent

Expatriates Welfare and Overseas Employment (WEWB) Minister Nurul Islam BSc on Sunday said Probashi Kallyan Bank (PKB) has been turned into a scheduled bank to bring home the hard earned money of non-resident Bangladeshis at nominal costs.

"When Probashi Kallyan Bank will start functioning as a scheduled bank, the remittances send by the NRBs will come in formal channel and inflow of remittances will go up," said the minister at a program.

The program was organized to hand over a cheque for Tk 50 crore from the fund of Wage Earners Welfare Board (WEWB) to the minister to reconstitute the paid-up capital of the bank for turning it into a scheduled bank, said a media release.

Nurul Islam said he has a plan to open branch of PKB in every district and upazila in phases for the welfare of the NRBs and their families. He asked the PKB officials to be more conscious in providing loans and said appropriate people should be given loans from PKB.

Secretary in charge of the Expatriates Welfare and Overseas Employment Ministry Zabed Ahmed presided over the program which was attended, among others, by PKB managing director A.N.M. Masrurul Huda Siraji, WEWB director general Gazi Mohammad Julhas, additional secretary Md Azharul Haque, Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) Md Selim Reza and Bangladesh Overseas Employment and Services Limited (BOESL) managing director Maran Kumar Chakrabhartee.

PKB started its journey with a paid-up capital of Tk 100 crore-WEWB gave Tk 95 crore and the government provided Tk 5.0 crore-in 2011 for the welfare of NRBs.

Later, the government has planned to turn the bank into a scheduled bank by increasing the paid-up capital requirement to Tk 400 crore. It has been decided that the government will provide Tk 250 crore while WEWB Tk 50 core.

PKB has so far provided Tk 211.98 crore in credit to 22,334 people.

দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন

17 APR 201

জাল নোটে আতঙ্ক

রুকনুজ্জামান অঞ্জন

জাল নোট সরবরাহ থেকে দেশের অর্থনীতিকে বাঁচাতে আইন করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ আইনে কোনো ব্যাংকের কাউন্টার থেকে জাল নোট সরবরাহের অভিযোগ প্রমাণিত হলে ওই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও দায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রাখা হচ্ছে। উপরন্তু প্রস্তাবিত আইনটিতে তদন্তের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার বিষয়টিও যুক্ত করার সুপারিশ করেছে সিআইডি। পুলিশ সদর দফতর বলেছে, খসড়া আইনটিতে 'অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন' এই বাক্যটি সংযোজন করা হোক। জাল নোট প্রচলন প্রতিরোধ-সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকে সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহার সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। ৫ মার্চ এর কার্যবিবরণী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র শুভঙ্কর সাহা বিষয়টি নিশ্চিত করে বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'এ ধরনের একটি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খসড়ার কাজ চলছে। চূড়ান্ত হলে এটি আমরা পরবর্তী উদ্যোগের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেব।' কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই কর্মকর্তা বলেন, বর্তমানে জাল নোটের প্রচলন বন্ধে বিশেষ এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

জাল নোটে আতঙ্ক

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] ক্ষমতা আইন ও দণ্ডবিধি আছে। জাল নোট বন্ধে যে টাস্কফোর্স আছে সেই টাস্কফোর্স মনে করছে এ বিষয়ে পৃথক আইন থাকা দরকার। জানা গেছে, জাল নোট প্রতিরোধ-সংক্রান্ত এই টাস্কফোর্সে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, পুলিশ সদর দফতর, সিআইডি, এনএসআই, ডিজিএফআই, বিজিবি, পাবলিক প্রসিকিউটর, দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন বাংলাদেশ লি., সোনালী ব্যাংকের প্রতিনিধিরা রয়েছেন, যার সমন্বয় করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সম্প্রতি এই টাস্কফোর্সের যে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকে, সেখানে সিআইডির মোহাম্মদ রুহুল কবীর খান প্রস্তাবিত আইনে তদন্তের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনসহ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আইনে মামলা তদন্তের সময়সীমা নির্দিষ্ট থাকায় আলোচ্য আইনের খসড়ায়ও তদন্তের সময়সীমা অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি আখতারুজ্জামান মো. মোস্তফা কামাল বলেন, কোনো ব্যাংকের কাউন্টার থেকে জাল নোট সরবরাহ করা হলে সে ক্ষেত্রে ওই ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে আলোচ্য আইনে খসড়ার দফা ২৫-এ কেবল প্রশাসনিক জরিমানার বিধান না রেখে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। সভায় আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জি এম আতিকুর রহমান জামালী জানান, প্রশাসনিক জরিমানার বিধান কেবল প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের জন্য রাখা হয়েছে। তবে ব্যাংকের কাউন্টার থেকে জাল নোট সরবরাহের ঘটনায় কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত হলে আলোচ্য আইনের খসড়ার দফা ১৮ ও দফা ২০-এর মধ্যে যেটি প্রযোজ্য হবে সে অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আলোচ্য আইনে দফা ১৮ ও দফা ২০-এ কী ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, এ বিষয়ে অবশ্য মুখ খোলেননি সংশ্লিষ্টরা। জিজ্ঞাসা করলে শুভঙ্কর সাহা জানান, এটি এখনো খসড়ার পর্যায়ে রয়েছে। তাই সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিষয় বলা যাচ্ছে না।

দৈনিক ইত্তেফাক

17 APR 2017

বাংলাদেশ ব্যাংকে জিএম পর্যায়ে বড় রদবদল

ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশ ব্যাংকে একসঙ্গে ৯ জন মহাব্যবস্থাপককে (জিএম) রদবদল করা হয়েছে। জিএম পর্যায়ে এতবড় রদবদলকে স্বাভাবিক হিসাবে দেখছেন না অনেকেই। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনতেই এ রদবদল। গতকাল মানব সম্পদ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক নুর-উন-নাহার স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ রদবদল করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, রদবদল হওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে স্পেশাল স্টাডিজ সেলের মহাব্যবস্থাপক মো. ইলিয়াস সিকদারকে ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪ এ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। একই বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ গোলাম হায়দারকে বদলী করে স্পেশাল স্ট্যাডিজ সেলে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্টের মহাব্যবস্থাপক মো. নাসিরুজ্জামানকে বদলী করে মানব সম্পদ বিভাগ-১ এ বদলী করা হয়েছে। আর ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্টে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সার্পোর্ট এন্ড স্ট্যাটেজিক প্লানিং ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাক মো. সুলতান মাসুদ আহমেদকে।

পরিদর্শন বিভাগ-১ এ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এক্সপেনডিচার ম্যানেজমেন্ট ভিাগ-১ এর মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আহমদ আলীকে। আর ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ এর মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্রকে বদলী করে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে। এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক স্বপন কুমার রায়কে বদলী করে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সার্পোর্ট এন্ড স্ট্যাটেজিক প্লানিং ডিপার্টমেন্টে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আর মানব সম্পদ বিভাগ-১ এর মহাব্যবস্থাপক মো: শোয়েব আলীকে বদলী করে এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১ এ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

The Financial Express

17 APR 2017

Exchange Rate

April 16, 2017

The following were the commercial banks' rates to public for some selected foreign currencies with Bangladesh Taka in cash transaction on **Sunday**

Bank	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	80.6500	86.0299	101.2586	0.7500	80.3933	60.8188	61.4546
Janata Bank	80.6500	86.3024	101.6735	0.7386	80.8062	61.0206	61.6492
Agrani Bank	80.6800	86.4537	102.2598	0.7528	80.5426	60.8178	61.2716
Rupali Bank	80.6800	86.3337	102.0436	0.7508	81.2626	61.5387	61.8715
FCBs							
StanChart	81.6400	87.9831	103.3156	0.7663	83.1192	62.7042	63.3226
HSBC	80.9900	87.6216	102.3483	0.7445	81.7042	61.2358	62.0112
CBC	81.2900	87.5006	103.4334	0.7607	--	61.7846	63.4631
Bank Alfalah	81.1600	86.7732	101.6910	0.7494	81.3426	61.7337	61.8675
PCBs							
SEBL	81.2500	87.6888	103.6575	0.7581	82.6297	61.1165	62.3538
BRAC Bank	81.4900	87.7814	102.5075	0.7706	82.8696	63.0837	62.1346
Prime Bank	81.4000	87.9901	103.8405	0.7656	81.6753	61.4634	61.9449
AB Bank	81.3400	89.1326	103.6485	0.7672	81.8802	62.1006	--
Uttara Bank	81.6000	88.7499	103.0879	0.7637	81.2774	61.4709	62.0966
Selling rates to importers							
SCBs	**USD**	**Euro**	**GBP**	**JPY**	**CHF**	**CAD**	**AUD**
Sonali Bank	79.7000	84.1310	99.5270	0.7261	78.8520	59.4955	60.0471
Janata Bank	79.7000	84.0007	99.4377	0.7330	79.1986	59.7614	60.3110
Agrani Bank	79.7000	83.8537	99.5503	0.7234	78.9283	59.5289	60.2488
Rupali Bank	79.7000	84.0537	99.2764	0.7254	78.8482	59.3944	59.9488
FCBs							
StanChart	80.6500	84.3919	99.7259	0.7290	79.3710	59.1758	59.7594
HSBC	80.0000	84.1716	98.6583	0.7130	78.7242	58.5458	59.4212
CBC	80.3000	83.7850	99.3231	0.7243	--	59.4947	59.7994
Bank Alfalah	80.2000	82.2413	97.2972	0.7072	76.8914	57.6725	57.6022
PCBs							
SEBL	80.2500	84.4072	99.9823	0.7285	79.7952	60.0571	60.4653
BRAC Bank	80.5000	84.4302	99.0310	0.7341	78.1029	61.6934	59.3196
Prime Bank	80.4500	84.6068	100.3558	0.7324	79.4969	59.9550	60.7297
AB Bank	80.3500	84.5146	99.2525	0.7276	79.0926	59.3992	--
Uttara Bank	80.6500	84.8143	100.0835	0.7397	80.1089	60.3516	60.8425
Selling rates to importers							
SCBs	**USD**	**Euro**	**GBP**	**JPY**	**CHF**	**CAD**	**AUD**
Sonali Bank	80.7000	86.0833	101.3214	0.7505	80.6839	60.8565	61.4927
Janata Bank	80.7000	86.3343	101.7111	0.7389	80.8554	61.0432	61.6720
Agrani Bank	80.7000	86.4737	102.2848	0.7530	80.5525	60.8329	61.2867
Rupali Bank	80.7000	86.3549	102.0686	0.7510	81.2825	61.5537	61.8867
FCBs							
StanChart	81.6500	87.9919	103.3259	0.7663	83.1275	62.7105	63.3290
HSBC	81.0000	87.6316	102.3583	0.7450	81.7142	61.2458	62.0212
CBC	81.3000	87.6006	103.5334	0.7617	--	61.8346	63.5131
Bank Alfalah	81.2000	86.8165	101.7417	0.7498	81.3832	61.7645	61.8984
PCBs							
SEBL	81.2500	87.6888	103.6575	0.7581	82.6297	61.1165	62.3538
BRAC Bank	81.5000	87.8114	102.7575	0.7711	82.8996	63.1137	62.1646
Prime Bank	81.4500	88.0431	103.9032	0.7660	81.7250	61.5009	61.9829
AB Bank	81.3500	89.1826	103.6985	0.7682	81.9602	62.1806	--
Uttara Bank	81.6500	88.8030	103.1506	0.7642	81.3271	61.5084	62.1345
Buying rates from exporters							
SCBs	**USD**	**Euro**	**GBP**	**JPY**	**CHF**	**CAD**	**AUD**
Sonali Bank	79.5800	84.0043	99.3771	0.7250	78.7333	59.9567	59.9567
Janata Bank	79.4800	83.5588	99.0341	0.7300	78.8781	59.5196	60.0669
Agrani Bank	79.5500	83.6946	99.3625	0.7220	78.7791	59.4164	60.1353
Rupali Bank	79.5800	83.9264	99.1262	0.7243	78.7289	59.3044	59.8579
FCBs							
StanChart	80.4618	84.1950	99.4932	0.7273	79.1858	59.0377	59.6200
HSBC	79.8600	83.9516	98.4083	0.7129	78.5042	58.2958	59.2212
CBC	80.1126	83.3792	98.9331	0.7215	--	59.2633	59.5660
Bank Alfalah	79.8150	81.8415	96.8242	0.7038	76.5177	57.3921	57.3221
PCBs							
SEBL	80.2500	84.4072	99.9823	0.7285	79.7952	60.0571	60.4653
BRAC Bank	80.3918	84.3166	98.8985	0.7251	77.9978	61.6097	59.2394
Prime Bank	80.2310	84.3744	100.0816	0.7303	79.2791	59.7908	60.5637
AB Bank	80.1000	84.1181	98.8131	0.7245	78.7919	59.1560	--
Uttara Bank	80.4540	84.5927	99.6920	0.7370	79.8162	60.1228	60.6178

Notes: USD = US Dollar, GBP = Great Britain Pound, JPY = Japanese Yen, CAD = Canadian Dollar, AUD = Australian Dollar, SAR = Saudi Riyal, MYR = Malaysian Ringgit, AED = UAE Drham, KWD = Kuwait Dinar, QAR = Qatar Riyal, HKD = Hong Kong Dollar, SGD = Singapore Dollar, CHF= Swiss Franc, NA= Data Not Available, PLC= Public Limited Company, FCB= Foreign Commercial Bank, PCBs= Private Commercial Bank.